দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

মেডিক্যালে ভর্তিতে ৯,১৬২ আসনে প্রার্থী ৮৪, ৪৮৪

১৮ সেপ্টেম্বর ৯৪ মেডিক্যালে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা

■ আবুল খায়ের

উচ্চ মাধ্যমিক পাস শিক্ষার্থীদের মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতি থাকে অন্যরকম দুর্বলতা। অনেক অভিভাবকেরও স্বপ্ন থাকে তাদের সন্তান এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়ে ডাক্তার হবেন। আর তাই দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি নিয়ে চলে মেধাবীদের লড়াই। এ বছর মেধাবীদের এই লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর। ওইদিন পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

মেডিক্যালে ভর্তিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একই প্রশ্নপত্রে সরকারি-বেসরকারি ৯৪টি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। প্রার্থীদের আবেদনের শেষ তারিখ ছিলো গত রবিবার। পরীক্ষায় ৯ হাজার ১৬২টি আসনের বিপরীতে ৮৪ হাজার ৪৮৪ জন প্রার্থী লড়বেন।

এদিকে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের মালিক পক্ষের একটি গ্রুপ লিখিত পরীক্ষায় সর্বনিম্ন পাস নম্বর ৩০ রাখার দাবি করে আসছিলেন। এ জন্য তারা বহু চেষ্টা তদবিরও চালিয়েছিলেন। দেশের মেডিক্যাল শিক্ষা আন্তর্জাতিক মানের করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষার মান উন্নয়নে যুক্ত করেন নানা আন্তর্জাতিক কার্যক্রম। দক্ষ ও মানবিক ডাক্তার তৈরিতে প্রধানমন্ত্রী বদ্ধপরিকর। এ কারণে কিছু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ভর্তির নামে গলাকাটা বাণিজ্য এবং ডাক্তারের নামে কসাই তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, মেডিক্যাল শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মানের করতে লিখিত পরীক্ষায় সর্বনিম্ন পাস নম্বর ৪০ রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে যতই তদবির আসুক এক চুলও নড়া হবে না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায় যে, মুগদাসহ সারাদেশে ৩০টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এখানে আসন ৩২১২টি। ৬৪টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের আসন সংখ্যা ৫৯৫০টি।

এছাড়াও সরকারি ডেন্টাল কলেজ ৯টি এবং বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ ২৪টি। গত বছর এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় ৬৭ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। প্রতিবছর এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। অনেক বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তারা স্বীকার করেন। সরকারি ও বেসরকারি মানদণ্ডের প্রতিযোগিতায় তারা এগিয়ে যাচ্ছে। শীর্ষ কর্মকর্তারা বলেছেন, মেডিক্যাল শিক্ষায় সুষ্ঠু নীতিমালা এবং আপোষহীন মনোভাবের কারণে শিক্ষার মান নিয়ে এই প্রতিযোগিতা। কোন কোন বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পাসের হার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে এগিয়ে রয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. এম এ হান্নান বলেন, লিখিত পরীক্ষায় যারা ৪০ এর নিচে পাবে, তাদেরকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর সারাদেশে সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা একই প্রশ্নপত্রে সরকারি বেসরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজের এমবিবিএস এবং বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট আগে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।